



22938 - যবে ব্যক্তির রমজান মাসে দিনরে বলোয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করছে কনিতু বীর্যপাত হয়নি

প্রশ্ন

এক লোক রমজান মাসে দিনরে বলোয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করছে, কনিতু বীর্যপাত হয়নি। এর হুকুম কী? আর সে স্ত্রীরই বা করণীয় কী- যনি এ ব্যাপারে অজ্ঞে ছিলিনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

রমজান মাসে দিনরে বলোয় যবে ব্যক্তি যতোনমলিন করে তনি মুকীম (নজি অঞ্চলে অবস্থানকারী) রোযাদার হল তে তার উপর বড়-কাফফারা (আল কাফফারাতুল মুগাল্লাযাহ) ওয়াজবি হয়। আর তা হল একজন দাস মুক্ত করা। যদি তা না পায় তাহলে একাধারে দুইমাস সিয়াম পালন করা। আর যদি তাও না পারে তবে ৬০ জন মসিকীনকে খাওয়ানো।

যদি নারী সন্তুষ্টচিত্তে যতোনমলিনে সাড়া দেয় তাহলে একই বখান নারীর ক্ষতেরেও প্রযোজ্য। আর যদি জোরপূর্বক নারীর সাথে সহবাস করা হয় তাহলে তার উপর কোনে জরমিনা ওয়াজবি হবে না। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুসাফরি হয় তবে সহবাসের কারণে তাদের কোনে গুনাহ হবে না, তাদের উপর কোনে কাফফারাও ওয়াজবি হবে না এবং দিনরে বাকি অংশ পানাহার ও যতোনমলিন থেকে বরিত থাকাও ওয়াজবি হবে না। শুধু তাদের উভয়কে ঐদিনরে রোযা কাযা করত হবে। যহেতে মুসাফরি অবস্থায় রোযা পালন করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

একইভাবে যবে ব্যক্তি কোনে অনবির্য প্রয়োজনে রোযা ভঞ্জে ফলেছে (যমেন কোনে নরিপরাধ মানুষকে ধ্বংসেরে হাত থেকে বাঁচানোর নিমিত্তে) ঐ ব্যক্তি সেই দিনে যদি যতোনমলিন করে, যাইদিনে অনবির্য প্রয়োজনে রোযা ভঞ্জে ফলেছে তবে তার উপর কোনে কিছু ওয়াজবি হবে না। কারণ এক্ষতেরে সে ব্যক্তি কোনে ওয়াজবি রোযা ভঞ্জ করনে।

নজি অঞ্চলে অবস্থানকারী (মুকীম) রোযাদার যদি যতোনমলিন করে রোযা ভঞ্জে ফলে যার উপর রোযা রাখা বাধ্যতামূলক তার উপর পাঁচটি জিনিসি বর্তাবে-

১। সে গুনাহগার হবে।

২। তার সেই দিনরে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।



৩। সেই দিনেরে বাকি অংশ পানাহার ও যত্নমলিন থেকে বরিত থাকতে হবে।

৪। সেই দিনেরে রোযার কাযা করা ওয়াজবি হবে।

৫। (বড়) কাফফারা আদায় করা ওয়াজবি হবে।

কাফফারা আদায় করার দলীল হল সেই হাদিসটি, যা আবু হুরাইরাহ (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হউন) থেকে বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি রমজানের দিনেরে বেলোয় তাঁর স্ত্রীর সাথে যত্ন মলিন করছিলেন। এই ব্যক্তি একাধারে দুইমাস রোযা পালন করা অথবা ষাটজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়াতে অক্ষম ছিলেন। তাই এই ব্যক্তি কাফফারা পরশোধেরে বাধ্যবাধকতা হতে রহেই পান। কারণ আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যেরে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না [সূরা বাক্বারাহ, ২:১৮৬] অপারগেরে ওপর কোন ওয়াজবি আরোপ করা যায় না।

যত্নমলিন যহেতে সংঘটিত হয়েছে সুতরাং উপরোল্লখিত মাসয়ালাতে বীর্যপাত হওয়া বা না-হওয়ার কারণে হুকুমেরে মধ্যমে কোন পার্থক্য নহে। কিন্তু ব্যাপারটি যদি এমন হয় যত্নমলিন ছাড়া বীর্যপাত হয়েছে সেক্ষেত্রে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে না। বরং সে গুনাহগার হবে, দিনেরে বাকি অংশ তাকে যত্নমলিন ও পানাহার থেকে বরিত থাকতে হবে এবং রোযাটির কাযা করতে হবে।